এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

মার্চ ২০১১

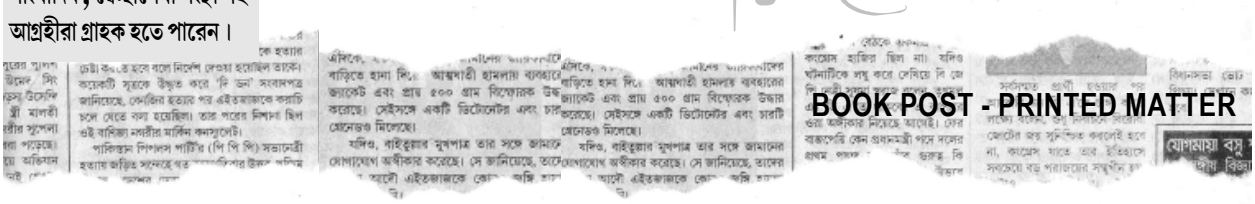

রবার যেটা সেটাই রবে

১৬/৩০১

খোলা মাঠে জিন-রবারের পরীক্ষামূলক চাষে আপত্তি জানাল কেরালা। কোনো রাজ্যে কোনো জিনফসল পরীক্ষার আগে জিইএসিকে ওই রাজ্যের সরকার, পঞ্চায়েত ও চাষিদের থেকে অনুমতি নিতে হয়। এমনই বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। কেরালার কৃষিমন্ত্রীর অভিযোগ জিইএসি সেই কথা মানে নি। গোখাদ্য তৈরিতে রবার গাছের বীজ লাগে, রবার গাছের থেকে মধু খাওয়ার চলও কেরালায় বেশ। খবর দিচ্ছে ডাউন টু আর্থ জানুয়ারি ১-১৫-২০১১।

বেগুনাহ!

১৬/৩০২

জয়রাম রমেশের কথায় বিটি বেগুন নিয়ে বিজ্ঞানীরা এক রিপোর্ট বানিয়েছিল। ওই রিপোর্ট নিয়ে আবার কথা। এম এস স্বামীনাথন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের গবেষক পি সি কেশভন রিপোর্টটিকে একপেশে বলেছেন। বলেছেন যে, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ নিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি এড়িয়ে, রিপোর্ট গেছে বীজ কোম্পানি ও সুযোগসন্ধানীর পক্ষে। সেন্টার অফ সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজির পূর্বতন অধিকর্তা পি এন ভার্গব বলেছেন জিন ফসল একবার পরিবেশে মুক্ত করে দিলে, আর ফেরানো যাবে না এবং রিপোর্টটিতে পরস্পরবিরোধিতা যথেষ্ট। খবর দিচ্ছে জানুয়ারি ১৫-৩১-২০১১-এর ডাউন টু আর্থ।

মেসেজ

১৬/৩০৩

মোবাইল টাওয়ার থেকে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় না। এমন কথা বলেছেন, সেলুলার অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া। জুন মাসে কগনেট ই এম আর ও এক সংবাদ মাধ্যমের সমীক্ষায় টাওয়ার থেকে উচ্চমাত্রায় বিকিরণের কথা ছিল। কগনেট ই এম আর বিকিরণ নিয়ে বিশ্বজুড়ে কাজ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিসেম্বর বুলেটিনেও বলেছে একই ধরনের কথা। আর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সমীক্ষা নিয়ে ইতিমধ্যে সংশয় জানিয়েছেন মুম্বই আইআইটি-র ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের অধ্যাপক গিরিশকুমার। খবর দিল ডাউন টু আর্থ জানুয়ারি ১৫-৩১-২০১১।

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য

১৬/৩০৪

দেশের জৈব সম্পদ সংরক্ষণে দুর্নীতির অভিযোগ আনল ক্যাগ। ক্যাগ কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি অথরিটিকে। ক্যাগের অভিযোগ জৈব সম্পদ লুঠ আটকাতে অথরিটি ব্যর্থ। ২০০৩ সালে কাজ শুরু হলেও বিপন্ন বনৌষধি প্রজাতির তালিকা তৈরি ও সংরক্ষণের কাজ সেভাবে হয়নি। ২৮টি রাজ্যের ৭টিতে কাজ কিছুটা এগিয়েছে। তৈরি হয়নি জন-জীব বৈচিত্র নথি। বড় অপরাধ দেশের বাইরে জৈব সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের অনুমোদন নিয়ে তথ্য না রাখা। অনুমতি প্রদানে নজর রাখার জন্য একটি মনিটরিং সেল তৈরি করারও কথা ছিল। খবর দিল জানুয়ারি ১-১৫-২০১১-এর ডাউন টু আর্থ।

হুঁশিয়ারি

১৬/৩০৫

জবরদখল খাসজমি বা পঞ্চায়েত-গ্রামসভার জমি পুনরুদ্ধার করে নির্দিষ্ট বিভাগকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এই ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ করবে রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছে। রায়দানকারী বিচারপতিদ্বয় মার্কণ্ডেয় কাটজু ও জ্ঞানসুধা মিশ্র। তবে যে জমি সরকারি নির্দেশে ভূমিহীন, তফশিলি জাতি-উপজাতির মানুষজন ব্যবহার করছে বা যে জমিতে শিক্ষায়তন বা সেবামূলক কাজ চলে সেই জমি এর বাইরে। খবর দিল ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

বন্ধু মশা

১৬/৩০৬

ডেঙ্গু লোপাট করতে এক বিশেষ মশাকে কাজে লাগাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বে সর্বপ্রথম এই ধরনের পরীক্ষার জন্য এই ঝাঁক বিশেষ মশাকে বন্য পরিবেশে ছাড়া হয়েছে। ইদিস ইজিপ্তি নামে যে মশাটি ডেঙ্গু ছড়ায় তাদের দেহে ওলবাচিয়া ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করানো হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, মশার দেহে ওই ব্যাকটেরিয়া টীকার মতো কাজ করবে। এই টীকা ভাইরাস প্রতিরোধ করবে, ফলে মশা মানুষের শরীরে ডেঙ্গু ছড়াতে পারবে না। পরিবেশের দিক থেকেও বিশেষভাবে সৃষ্টি এই মশা নিরাপদ বলে দাবি করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত মালয়েশিয়ায় ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চার থেকে ছয় হাজার জিন প্রযুক্তি-জাত পুরুষ ইদিস ইজিপ্তি মশা পরিবেশে ছাড়ার চেষ্টা পরিবেশবিদদের প্রতিবাদে বাতিল হয়। খবর দিল ১৫-৩১ জানুয়ারির ডাউন টু আর্থ।

মেছো খবর

১৬/৩০৭

কেন্দ্রে মৎস্যজীবী সুরক্ষা আইন তৈরি হতে চলেছে। উদ্দেশ্য সমুদ্রে মাছ ধরা নিয়ে ধীবরদের পরম্পরাগত অধিকার সুনিশ্চিত করা। এই আইন সামুদ্রিক সম্পদের অধিকার ছাড়াও মৎস্যজীবীদের উপকূল অঞ্চলে বসবাসের অধিকারকে নিশ্চয়তা দেবে। উপকৃত হবে প্রায় ৭০ লক্ষ মৎস্যজীবী। আইনের খসড়া ইতিমধ্যে বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে।

ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া

১৬/৩০৮

দিল্লিতে দেশের প্রথম ওয়াটার গ্যালারির সূচনা হল। জল সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য এখানে থাকছে। যেমন জলের ব্যবহার, জল নষ্ট বা জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি। দিল্লির জল বোর্ড ন্যাশনাল সায়েন্স সেন্টারের সহযোগিতায় এই প্রদর্শনশালা তৈরি করেছে। জলের গুরুত্ব এবং রোজকার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে জল কীভাবে কাজে লাগে তার কথা এখানে আছে। যেমন একটি আপেল ফলাতে কতটা জল লাগে বা কোন্ খাদ্যে জলের পরিমাণ কত ইত্যাদি। দর্শকের জন্য জল সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থাও রয়েছে। যাতে জলের গুরুত্ব সম্পর্কে তারা সচেতন হয়। খবর দিচ্ছে ডিসেম্বর ২০১০-এর গ্রিন ফাইল।

‘স্লো’ বাট স্টেডি

১৬/৩০৯

আন্তর্জাতিক সংগঠন ‘স্লো ফুড’ বিশ্বজুড়ে স্থানীয় ছোট আকারের খাদ্যোৎপাদন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে সংগঠনটি পরম্পরাগত চাষের প্রচলন করে ঋতু-অনুগ আহার, জীব বৈচিত্র রক্ষা, মাছ চাষ, পশুপালন ও খাদ্য সংস্কৃতি বাঁচানোর লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। খবর দিচ্ছে সর্বোদয় প্রেস সার্ভিস ডিসেম্বর ২০১০।

ঈশান কোণে...

১৬/৩১০

অরুণাচল প্রদেশে প্রায় ১৩২টি বিদ্যুৎ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র বিপুল। নদী নীচে নেমে এসে সৃষ্টি করেছে অনেক বিল ও জলাভূমি। পরম্পরাগত মাছচাষও এইসব জলাশয়ের উপর নির্ভরশীল। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসাবে স্বীকৃত কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান নদীধারায় পুষ্ট। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে এসব কীভাবে বজায় থাকবে। খবর দিল ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

স্পঞ্জ আয় রণ...

১৬/৩১১

স্পঞ্জ আয়রন লাগে ইস্পাত তৈরিতে। ভারতে স্পঞ্জ আয়রনের সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয়। স্পঞ্জ আয়রন উৎপাদনে পরিবেশের ক্ষতি হয়। এক টন স্পঞ্জ আয়রন তৈরিতে দু-টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ০.৩ টন কয়লা-ছাই, ০.২৫ টন ধুলো ও ০.২ টন সালফার-ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয়। কারখানা চত্বরে বর্জ্যের পাহাড় হয়। কেন্দ্রীয় দূষণ-নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশনামা

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে ‘পরিষেবা’ কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

মোতাবেক স্পঞ্জ আয়রন কারখানার কাজে বছরে চারবার সরেজমিন তদারকির কথা। রাজ্যে সেই কাজ হয় বছরে একবার বা দুবার। উৎপাদন শুরুর আগে মূল চুল্লিতে 'নির্গমন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা' লাগানো বাধ্যতামূলক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা করা হয় না বা রাতে বন্ধ রাখা হয়। বিশেষজ্ঞরা দৈনিক দুশো টনের কম উৎপাদনের কারখানা বন্ধ করার পক্ষপাতী। আর বসতি এলাকায় কারখানা বন্ধ করা নিয়ে দেশজুড়ে মানুষ বহুদিন সোচ্চার। খবর দিল ডাউন টু আর্থ ১৫-৩১ জানুয়ারি ২০১১।

শহরে চাষ

১৬/৩১২

রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা শহরবাসীকে নিরাপত্তা ও জীবনের মানোন্নয়নে ছোট বাগান করে ফল-সবজি চাষ করতে বলেছে। এই নিয়ে হালে সেনেগালে ৩৯টা দেশের এক সম্মেলন হয়েছে। সম্মেলনে এই নিয়ে কাজ করতে এক আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কও তৈরি হয়েছে। খবর দিচ্ছে ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

ধন্য কানকুন!

১৬/৩১৩

কানকুনে উন্নত দেশগুলির নির্গমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সস্তায় কার্বন ক্রেডিট সংগ্রহের উপর কোনো রাশ টানা হয়নি। ফলে ধনী দেশগুলি নির্গমনের ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পাবে। এছাড়া কার্বন ধরা ও মাটির নীচে জমিয়ে রাখার বিষয়টি ইংল্যান্ড এবং সৌদি আরব প্রভাব খাটিয়ে চুক্তিতে অর্ন্তভুক্ত করেছে। ফলে উন্নত দেশগুলি কয়লা ব্যবহারে সুবিধা এবং প্রচুর পরিমাণে কার্বন ক্রেডিট জমাতে পারবে। ধনী দেশের নির্গমনের সুবিধের জন্য চুক্তিতে রয়েছে আরো নানা উপায়। খবর দিল জানুয়ারি ১-১৫-২০১১-র ডাউন টু আর্থ।

উচ্ছিষ্ট!

১৬/৩১৪

রান্নাঘরের ফেলনা কুটোকাটা থেকে গ্যাস তৈরির মেশিন। মেশিন বানিয়েছে ব্যাঙ্গালোরের এক কোম্পানি। এই মেশিন বিদ্যুতে চলে। গ্রামে চলবে সৌরশক্তিতে। সবজি-খোসা থেকে যে কোনো জৈব আবর্জনা মায় রোজকার বাতিল সংবাদপত্র, সব কিছু থেকেই এই গ্যাস বানানো যাবে। ব্যাঙ্গালোরের এই কোম্পানির নাম স্কেলেন সাইবারনেটিক্স লিমিটেড। আর খবর দিল ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল ৬ মার্চ ২০১১-য়।

ডিজেলও হবে?

১৬/৩১৫

প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে ডিজেল। এই কারিগরি আসছে অস্ট্রিয়া থেকে। ভারতে এর উদ্যোগী কেরালার কোচির বায়োটেক নামের এক সংস্থা। বায়োটেক জৈব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও অচিরাচরিত শক্তি নিয়ে কাজ করে। অস্ট্রিয়া থেকে এই কারিগরি এনেছে টিভিএস গ্রুপ। বায়োটেক টিভিএস-এর সঙ্গে চুক্তি করেছে। টিভিএস-এর চেন্নাই এর মহাবলীপুরমে এমনই এক ডিজেল তৈরির কেন্দ্র আছে। এই পদ্ধতিতে এক টন প্লাস্টিক দেবে ৪০০-৬০০ লিটার ডিজেল। খবর দিল ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

কন্নড় প্রতিবাদ!

১৬/৩১৬

কর্নাটক ৬০ দিনের জন্য এন্ডোসালফান নিষিদ্ধ করল। মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা একথা বলছেন। কর্নাটক দেশজুড়ে এই এন্ডোসালফান নিষিদ্ধ করতে কেন্দ্রকে আর্জি জানিয়েছে। উল্টোদিকে এন্ডোসালফান ম্যানুফ্যাকচারার অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এই ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কর্নাটক হাইকোর্টে আপিল করেছে। খবর দিচ্ছে দ্য হিন্দু ১১-২-১১।

পিপাসায় পেস্টিসাইড

১৬/৩১৭

কেনা জলের বোতলে কীটনাশক। সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট এই কথা বলছে। দিল্লি ও মুম্বইতে সেন্টার এই নিয়ে সমীক্ষা করেছে। সমস্ত নমুনাতেই একসঙ্গে অনেক পেস্টিসাইড মিলেছে। কমবেশি এই সংখ্যা পাঁচ। জলের বোতলে যার মাত্রা, নির্দেশিত সীমার বাইরে। এই বিষ থেকে বৃক্ক ও যকৃৎ বিকল হতে পারে। স্নায়ুতন্ত্রের গোলোযোগ হতে পারে, রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমতে পারে, ভূমিষ্ঠের শরীরী অসংগতি থাকতে পারে। এই সমীক্ষা দেখে জলের বোতলে কীটনাশক মাত্রা বদল নিয়ে ২০০৩-এ সরকার ভেবেছে। ঠিক হয়েছে বোতলে কীটনাশক প্রতি এই মাত্রা হবে ০.০০০১ মিগ্রা/লিটার আর বোতল প্রতি ০.০০৫ মিগ্রা/লিটার। খবর দিল ডাউন টু আর্থ।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

খাবারে বাবা রে ! ! ১৬/৩১৮

নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৬ অনুযায়ী তৈরি বিজ্ঞানীদের প্যানেল ভেঙে ফেলতে হবে। ভেঙে ফেলে আবার গঠন করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে এমনই নির্দেশ দিয়েছে। কারণ এই প্যানেলের বিজ্ঞানীরা অনেকেই শীতল পানীয় কোম্পানিগুলির প্রতিনিধি। এই প্যানেলের কাজ খাবারে অ্যাডিটিভ, রাসায়নিক, কীটনাশক বিষয়ে সরকারকে ওয়াকিবহাল করা। এই প্যানেলে থাকার কথা নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের। কেবল আলোচনার জন্য কোম্পানি প্রতিনিধিদের ডাকার কথা। ২০০৮-এ তৈরি সাতটি প্যানেলের সবকটিতেই হিন্দুস্থান ইউনিলিভার, কোকাকোলা, পেপসি, ম্যারিকো লিমিটেড, ব্রিটানিয়া, নেসলে ইত্যাদি খাবার কোম্পানির প্রতিনিধিদের দেখা গেছে। হালের এক জনস্বার্থ মামলায় এসব জানা গেল। খবর দিল ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

জোয়ার আসছে ! ১৬/৩১৯

ভারতে বায়োফর্টিফায়েড জোয়ার-বাজরা চাষ শুরু হবে। জোয়ার-বাজরায় লোহা-দস্তা ঢুকিয়ে পুষ্টিগুণ বাড়াতেই এই বায়োফর্টিফায়েড করানো। এই শস্য আসবে ২০১২ তে। আনবে হারভেস্ট প্লাস নামের এক বিশ্ব শস্য গবেষণা ও প্রয়োগ সংস্থা। এর চাষ হবে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশে। খবর দিচ্ছে ডাউন টু আর্থ ১৫-৩১-২০১১।

সম্পাদকের উদ্দেশে

|| মাননীয়েষু ||

উন্নয়নের নানা নিরীক্ষা চলেছে। নানা বিকল্পের উদাহরণ তৈরি হচ্ছে। এই বিবিধ নিরীক্ষার তথ্য, সিডি, বই, পোস্টার ছড়িয়ে আছে চারপাশে। আমরা ডিআরসিএসসি-র পক্ষ থেকে এই তথ্যসমূহকে একত্রিত করার চেষ্টা করছি বিনিময় ও বিপণনের জন্য। কলকাতায় **বইকল্প** বলে এমনই এক কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই নিয়ে সঙ্গে পাঠানো প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞাপনটি আপনার পত্রে প্রকাশ পেলে বাধিত হব।

শুভেচ্ছাসহ

সুব্রত কুণ্ডু

সম্পাদক || ফেব্রুয়ারি ২০১১

বইকল্প

বিকল্প ভাবনার উৎস

সুহৃদ,

সময় বেশ অস্থির। কৃষি ও পরিবেশ বিপন্ন। তপ্ত হয়ে উঠছে বসুন্ধরা। ছুটে আসছে বহুজাতিক কনভয়...। এমন এক সময়ে যাঁরা আশার ভাঙা টুকরোগুলো জড়ো করছেন, স্বপ্ন বুনছেন, রক্ষা করতে চাইছেন এই ভুবনগ্রাম—তাদের কথা, তাদের স্বর, তাদের ছবি একত্রিত হওয়া খুব জরুরি। যা হয়তো বিকল্প উন্নয়ন-চিন্তার অভিমুখকে আরোও স্পষ্ট করে তুলতে পারে।

এই ভাবনাকে সামনে রেখে, আমরা আমাদের ঢাকুরিয়া অফিসে এমনই এক কেন্দ্র শুরু করেছি। যেখানে এই বিবিধ সংগঠন ও প্রকাশনার বিবিধ বিকল্প-চিন্তার বই-পত্রিকা-সিডি-পোস্টার-এর সম্ভার একত্রিত হচ্ছে বিনিময়ের জন্য-বিপণনের জন্য। সঙ্গে থাকছে বসে পড়ার সুযোগ। আড্ডাঘর।

আপনি তো আসছেনই, সঙ্গে আপনার বন্ধুকেও আনছেন। আর আপনার যদি এমন কোনো প্রকাশনা থাকে, তাও আপনি এই কেন্দ্রে স্বচ্ছন্দে রাখতে পারেন।

ডি আর সি এস সি ঢাকুরিয়া অফিস :
১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) (দক্ষিণাপনের উল্টোদিকে)
কলকাতা ৭০০ ০৩১ দূরভাষ - ২৪৭৩ ৪৩৬৪ ।। ২৪৪২ ৭৩১১ ।।
সময় : ১০টা থেকে ৭টা। সোম থেকে শনি।

ঢাকুরিয়ায় এবার বিকল্প বইঘরের হৃদয়পুর

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুণ্ডু